: গঠন তন্ত্র :

এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট (Association for Alternative Development)

গঠন তন্ত্র

ধারা - ১ সংগঠনের নাম: এসোসিয়েশন ফর অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট
Association For Alternative Development.
ইহা একটি ব্যতিক্রম ধর্মী অরাজনৈতিক, অলাভজনক নারী সংগঠন।

ধারা - ২ সংগঠনের ঠিকানা: অস্থায়ীভাবে সবুজপাড়া, কুড়িগ্রাম। বর্তমানে ইহার কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় হিসাবে গন্য হইবে। ঢাকায় যোগাযোগের স্বার্থে বাড়ী নং ১১, সড়ক নং ১, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭ ঠিকানায় একটি লিয়াজো অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

ধারা-৩ কার্য্যক্রম এলাকা: কুড়িগ্রাম জেলার সকল থানা। তবে পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে সংগঠনের কার্য্যক্রম বাংলাদেশের যে কোন স্থানে সম্প্রসারিত করা যাবে।

ধারা-৪ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

লক্ষ্য:

দেশ ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি কিন্তু আমাদের শতাব্দী প্রাচীন সংস্কারের বীজকে নির্মূল করতে পারি নি। আমাদের চিন্তা ও চেতনা ও মন থেকে এ জীবানু নির্মূল করতে না পারলে রাজনৈতিক বা ভৌগলিক স্বাধীনতা অর্থবহ হবে না।

আমরা নারী অধিকার ও ক্ষমতায়নের স্বপক্ষে সরকার ও উন্নয়ন সংগঠন সমূহ দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে আসছি কিন্তু আজও তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নি, এমন কি দেশের প্রচলিত আইন সংস্কারের পরও তা নিশ্চিত করা যায় নি।

নারী অধিকার ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি সম্পর্কে নানা গবেষনা ও অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট বিশ্বাস করে যে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমেই নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব যদিও সামাজিক বিপ্লব সাধন করা অত্যন্ত দূরুহ ব্যাপার কিন্তু ঐকান্তিক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাই এই লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র প্রক্রিয়া।

উদ্দেশ্য:

ক) সমাজ ও নাগরিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

খ) অবহেলিত, নিষ্পেষিত, বঞ্চিত, অসচেতন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করা।

গ) সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারন, গৌরবময় ঐতিহ্য লালন এবং প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে বর্তমান ও আগত প্রজন্মকে অবহিত করা।

ঘ) বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, বিজ্ঞানের কল্যানমুখী চর্চা ও জাতীয় সম্পদের সর্বত্তোম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

সত্যায়িত
২৪/৫/১১
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

ঙ) লিংগ ভিত্তিক নারী পুরুষের বিভেদ পরিহার ও নারীর ক্ষমতা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য কার্য্যক্রম গ্রহন করা।

চ) উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা এবং সম্পদের প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা।

ছ) সমাজ জীবনে নারীর পশ্চাৎপদতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, নির্য্যাতন, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, তালাক ইত্যাদি রক্ষনশীল ধ্যান ধারনা দুরীভুত করা এবং নারীর মর্য্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহন করা।

জ) জাতীসংঘ প্রনীত মানবাধিকার, নারী ও শিশু অধিকার অর্জনের সংগ্রামে সক্রীয় সহযোগিতা করা।

ঝ) পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া।

ঞ) জাতীয় যুগ - প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালন এবং পাঠাগার, সংগীত, চারুকলা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করা।

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

ট) দেশের যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় মানবিক সাহায্য প্রদান করা এবং দুঃস্থ মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

ঠ) এলাকার তথা দেশের সকল নির্য্যাতিত নারীর জন্য আইন সহায়তা ও নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করা।

ধারা-৫ সংস্থার ধরন: মানব কল্যানে নিয়োজিত ইহা একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠন।

ধারা-৬ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা:

(১) যে কোন ১৮ বৎসর বা তদূর্ধ বয়সের যে কোন বাংলাদেশী নারী নাগরিক এই সংগঠনের সদস্য হওয়ার যোগ্য

(২) ইহা একটি সম্পূর্ন নারী সংগঠন। তবে কর্মকর্তা/ কর্মচারী হিসা উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন পুরুষ প্রার্থী নিয়োগ করা যাবে।

(৩) প্রাথমিক সদস্যকে অবশ্যই সৎ, চরিত্রবান ও বাংলাদেশ সংবিধা প্রতি অনুগত থাকতে হবে।

(৪) ধর্ম, বর্ন, সম্প্রদায় ও দল মত নির্বিশেষে এসোসিয়েশন ফর অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট এর লক্ষ্য ও গঠনতন্ত্রের প্রতি আস্থাশী হতে হবে।

(৫) নির্দ্ধারিত চাঁদা প্রদানে আগ্রহী থাকতে হবে।

ঙ) লিংগ ভিত্তিক নারী পুরুষের বিভেদ পরিহার ও নারীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহন করা।

চ) উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা এবং সম্পদের প্রযুক্তির ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা।

ছ) সমাজ জীবনে নারীর পশ্চাৎপদতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, তালাক ইত্যাদি রক্ষনশীল ধ্যান ধারনা দূরীভুত করা এবং নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহন করা।

জ) জাতীসংঘ প্রনীত মানবাধিকার, নারী ও শিশু অধিকার অর্জনের সংগ্রামে সক্রীয় সহযোগিতা করা।

ঝ) পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া।

ঞ) জাতীয় যুগ - প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালন এবং পাঠাগার, সংগীত, চারুকলা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করা।

ট) দেশের যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় মানবিক সাহায্য প্রদান করা এবং দুঃস্থ মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

ঠ) এলাকার তথা দেশের সকল নির্যাতিত নারীর জন্য আইন সহায়তা ও নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করা।

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

ধারা-৫ সংস্থার ধরন: মানব কল্যানে নিয়োজিত ইহা একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠন।

ধারা-৬ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা:

(১) যে কোন ১৮ বৎসর বা তদূর্ধ বয়সের যে কোন বাংলাদেশী নারী নাগরিক এই সংগঠনের সদস্য হওয়ার যোগ্য

(২) ইহা একটি সম্পূর্ন নারী সংগঠন। তবে কর্মকর্তা/ কর্মচারী হিসা[বে] উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন পুরুষ প্রার্থী নিয়োগ করা যাবে।

(৩) প্রাথমিক সদস্যকে অবশ্যই সৎ, চরিত্রবান ও বাংলাদেশ সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকতে হবে।

(৪) ধর্ম, বর্ন, সম্প্রদায় ও দল মত নির্বিশেষে এসোসিয়েশন ফর অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট এর লক্ষ্য ও গঠনতন্ত্রের প্রতি আস্থাশী[ল] হতে হবে।

(৫) নির্দ্ধারিত চাঁদা প্রদানে আগ্রহী থাকতে হবে।

(খ) সদস্যে প্রকার ভেদঃ

(১) প্রাথমিক সদস্য

যে কোন মহিলা প্রাথমিক পদ প্রাপ্তির আবেদন পত্র কার্য্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হলে তিনি প্রাথমিক সদস্য বলে গন্য হবেন। তাকে ভর্তি ফিস ও নিদ্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(২) দাতা সদস্য

যে কোন মহিলা সংস্হা প্রতিষ্ঠার ১০ (দশ) বৎসরের মধ্যে দাতা সদস্যএর জন্য ধার্য্যকৃত করমে নিদ্ধারিত টাকা বা উহার সমমূল্যের সম্পত্তি স্বেচ্ছায় সংস্হার নামে দান করলে এবং উহা কার্য্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হলে তিনি দাতা সদস্য হিসাবে গন্য হবেন।

(৩) আজীবন সদস্য

যে মহিলা, সংস্হা প্রতিষ্ঠার ১০ (দশ) বৎসরের মধ্যে আজীবন সদস্যের জন্য কার্য্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিদ্ধারিত অর্থ বা সম মূল্যের সম্পদ স্বেচ্ছায় সংস্হার নামে এককালীন দান হিসাবে প্রদান করলে এবং উহা কার্য্য নির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত ও অনুমোদিত হলে তিনি আজীবন সদস্য বলে গন্য হবেন।

২৪/৫/১১
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

(৪) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

যে মহিলা সংস্হা প্রতিষ্ঠার সময়কালে প্রধান অগ্রনী ভুমিকা রেখেছেন তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে গন্য হবেন।

(৫) পৃষ্ঠপোষক (প্রধান পৃষ্ঠপোষক)

যে মহিলা সর্ব প্রথম পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কার্য্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দ্ধারিত সর্বোচ্চ পরিমান টাকা বা সম্পদ দান করবেন এবং উহা কার্য্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হলে তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গন্য হবেন।

(৬) পৃষ্ঠ পোষক

যে মহিলা পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিদ্ধারিত টাকা দান করবেন এবং উহা কার্য্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হলে তিনি পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গন্য হবেন।

ধারা ৬(খ)

(৭) সম্মানিত সদস্য

যে মহিলা মানবতার সেবায় ও সমাজ উন্নয়নে ও শান্তির জন্য বিশেষ অবদান রাখবেন তিনি কার্য্য নির্বাহী কমিটির সুপারিশ ও অনুমোদন এক্রমে সম্মানিত সদস্য বলে গন্য হবেন।

(গ) সদস্য ভর্তির নিয়মাবলী

১। প্রাথমিক সদস্য পদের জন্য কার্য্য নির্বাহী কমিটির নিকট সংস্থার নিদ্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে এবং কার্য্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সদস্যপদ পাওয়া যাবে।

২। যে মহিলা ধারা ৬ এর উপধারা খ(২)এ বর্নিত শর্তাবলী পূরন করিতে সক্ষম হবেন এবং কার্য্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হবেন তিনি দাতা সদস্য বলে গন্য হবেন।

৩। যে মহিলা ধারা ৬ - উপধারা খ (৩) এ বর্নিত শর্তাবলী পূরনে সক্ষম এবং কার্য্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হবেন তিনি আজীবন সদস্য হিসাবে গন্য হবেন।

৪। যে মহিলা ধারা - ৬ এর উপধারা খ (৫) এ বর্নিত শর্তাবলী পূরনে সক্ষম এবং কার্য্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হবেন তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গন্য হবেন।

৫। যে মহিলা ধারা - ৬ উপধারা খ (৬) এ বর্নিত শর্তাবলী পূরনে সক্ষম এবং কার্য্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হবেন তিনি পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গন্য হবেন।

৬। যে মহিলা ধারা - ৬ - উপধারা খ (৪) শর্তাবলী পূরনে সক্ষম এবং উহা কার্য্য নির্বাহী কমিটিতে গৃহীত এবং অনুমোদিত হলে তিনি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গন্য হবেন।

৭। যে মহিলার অবদান ধারা - ৬ - উপধারা (৭) এ বর্নিত মতে কার্য্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হবে তিনি সম্মানিত সদস্য হিসাবে গন্য হবেন।

(ঘ) সদস্যের অধিকার

১। প্রাথমিক সদস্য ও আজীবন সদস্য সংস্থার কার্য্যপ্রনালীতে, সভায় অংশ গ্রহন ও মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।

২। প্রধান পৃষ্ঠপোষক, পৃষ্ঠপোষক, প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা সদস্য ভোটে অংশ গ্রহন করতে পারবেন না। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কার্য্যক্রম বাস্তবায়নে পরামর্শ দিতে পারবেন।

২৪/৫/১১

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ধারা-৭ সদস্যপদ বাতিল, স্থগিত, পুনঃবহাল ও নবায়ন

(ক) সদস্যপদ বাতিল ও স্থগিত

১। সদস্যপদ প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের চাঁদা প্রদান না করলে।

২। পর পর ৩ (তিন) সভায় অনুপস্থিত থাকলে।

৩। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী কাজে লিপ্ত থাকলে।

৪। পদত্যাগ করলে।

৫। মস্তিষ্ক বিকৃতি বা মৃত্যু হলে।

৬। কোন সদস্য সংস্থার অধীনে চাকুরী গ্রহন করলে।

৭। কোন সদস্য বিনা অনুমতিতে সরকারী, বেসরকারী বা কোন স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে।

৮। সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে।

(খ) সদস্যপদ পুনঃবহাল ও নবায়ন

১। গৃহীত সিদ্ধান্তের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে।

২। গৃহীত সিদ্ধান্তের পর্য্যালোচনায় অনুকূল সিদ্ধান্ত হলে।

৩। পুনঃবহালের সিদ্ধান্ত হলে।

৪। সদস্য সমুদয় চাঁদা প্রদান করে কার্য্য নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত পেলে।

৫। গঠনতন্ত্র, নিয়ম কানুন ও সিদ্ধান্ত মেনে চলার পূর্ন অংগীকার করলে এবং অংগীকারের ভিত্তিতে কার্য্য নির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত নিলে।

৬। ধারা-৬ এর উপধারা ক (৩), (৫), (৬), (৭) ও (৮) মোতাবেক সদস্যপদ বাতিল হলে উহা পুনর্বহাল বা নবায়ন যোগ্য হবে না।

ধারা-৮ সংস্থার শাখা সমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। সংস্থার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কার্য্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রের অধীন এক বা একাধিক শাখা সমূহের জন্য নির্দ্ধারিত এলাকার কার্য্যক্রম বাস্তবায়নে যে দায়িত্ব বর্তায় তাহা পালন করা।

২। কেন্দ্রের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও নির্দেশ মানা।

৩। শাখার কার্য্যক্রমের প্রতিবেদন কেন্দ্রে পাঠানো।

৪। কেন্দ্রের পরিকল্পনামতে কেন্দ্রীয় কার্য্যক্রম পর্য্যালোচনায় অংশ গ্রহন করা।

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

ধারা - ৮

৬। কেন্দ্রের নিকট শাখা কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ।

৭। শাখার কর্মকর্তা / কর্মচারী এক কেন্দ্রীয় নীতিতে পরিচালিত হওয়া ।

৮। শাখা সমূহ নূতন কর্ম পরিকল্পনার সুপারিশ কেন্দ্রে পাঠাতে পারবে । ।

(খ) শাখা সমূহের কার্যক্রম স্থগিত, বাতিল বা বন্ধ ঘোষনা

১। শাখা এলাকায় অভ্যন্তরীন বা বহিরাগত বাধা সৃষ্টি ।

২। কেন্দ্রীয় তহবিলে অর্থের সংকট দেখা দিলে ।

৩। কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে ।

৪। সরকারী কোন নিষেধাজ্ঞা জারী হলে ।

৫। প্রকল্প কার্যক্রম নবায়ন না হলে ।

৬। সামাজিক, রাজনৈতিক বা আইন শৃঙ্খলার অবনতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে ।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয় শাখা সমূহের কার্যক্রম স্থগিত, বাতিল বা বনধ ঘোষনা করতে পারবেন তবে ইহা অবশ্যই সাধারন পরিষদ সভায় অনুমোদন হতে হবে ।

(গ) কেন্দ্রীয় অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি

১। কেন্দ্রীয় অফিস কার্য্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হবে এবং প্রয়োজন বোধে একাধিক শাখা এবং নিদ্ধারিত শাখার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়োগ ও সরে জমিনে নিয়ন্ত্রন করবে ।

২। শাখা সমূহ কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের নির্দেশ ও পরিকলপনা মোতাবেক পরিচালিত হবে ।

৩। শাখা সমূহ তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকবে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে ।

৪। শাখা সমূহ তাদের কাজের সামগ্রিক প্রতিবেদন নিয়মিত কেন্দ্রে প্রেরন করবে ।

৫। কেন্দ্র শাখা সমূহের সুবিধা প্রয়োজন মতো নূতন এলাকার কার্যক্রম সম্প্রসারন, কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন, উহার মূল্যায়ন এবং নূতন পদ সৃষ্টি ও বিধি বিধান তৈরী করবে ।

৬। শাখা সমূহের কার্যক্রম তদারকী ও নিয়ন্ত্রনের পূর্ণ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় সরাসরি বা প্রতিনিধি মারফৎ সংরক্ষন করবে ।

২৪/৫/০১
মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম ।

ধারা -৮

(গ) ৭। শাখা পরিচালনার জন্য কেন্দ্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সরাসরি গ্রহণ করিতে পারিবে।

ধারা -৯ সাংগঠনিক কাঠামো

সংস্থার কার্য্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের জন্য ৩ (তিন)টি পরিষদ থাকবে:-

ক) সাধারন পরিষদ

খ) কার্য্য নির্বাহী কমিটি

গ) উপদেষ্টা পরিষদ

ক) সাধারন পরিষদ

সংস্থার প্রাথমিক ও আজীবন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত পরিষদই সাধারন পরিষদ নামে পরিচিত হবে। প্রথম ৫ (পাঁচ) বছর ২১ (একুশ) জনের বেশী সাধারন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হবে না। কার্য্যক্রম সম্প্রসারনের সাথে ৫ (পাঁচ) বছর পর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে।

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

খ) কার্য্য নির্বাহী কমিটি

সাধারন পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যগনই কার্য্য নির্বাহী কমিটির সদস্য হবেন। ইহারা ৩ (তিন) বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। প্রাক্তন কমিটি নব - নির্বাচিত কমিটির নিকট নির্বাচনের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এ ক্ষেত্রে গঠিত নির্বাচন কমিশন মধ্যস্ততা করতে পারবে।

গ) উপদেষ্টা পরিষদ

সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবি, জনকল্যানমুখী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাহারা সংস্থার কার্য্যক্রমের প্রতি আস্থাশীল তাহারা ৩ (তিন) বছরের জন্য উপদেষ্টা পরিষদে থাকবেন এবং কার্য্য নির্বাহী কমিটির সুপারিশ ক্রমে সাধারন পরিষদএর অনুমোদনে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ৬ (ছয়) এবং কার্য্য নির্বাহী পরিষদ ১ (এক) জন সদস্য ও উপদেষ্টা পরিষদের আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা -১০ কার্য্য নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা বৃন্দ

ইহা ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি

১। প্রধান নির্বাহী ১ জন

ধারা -১১ **বিভিন্ন পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা**

(ক) সাধারন পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

১। কার্য্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত সংস্থার আয় ব্যয় অনুমোদন;

২। কার্য্য নির্বাহী কমিটির নির্বাহী প্রধান, অর্থ সচিব ও সচিব এবং সদস্যগন নির্বাচন;

৩। সংস্থার বাজেট ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা অনুমোদন;

৪। সংস্থার গঠন তন্ত্রের কোন ধারা, উপ ধারা সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন;

৫। কার্য্য নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত আপীল চুড়ান্ত করন;

৬। কার্য্য নির্বাহী কমিটির অগ্রগতি পর্য্যালোচনা ও তদারকী করন;

৭। প্রয়োজন বোধে সংস্থার বিলুপ্তি ঘোষনা;

৮। নির্বাহী প্রধান ও প্রতিনিধি নিয়োগ ও অনুমোদন - প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কার্য্যক্রম তদারকী করন ও অনুমোদন;

(খ) কার্য্য নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা

১। সংস্থার আইন সংগত প্রতিনিধিত্ব করা;

২। সাধারন পরিষদের সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করা;

৩। সংস্থার কার্য্যক্রমের স্বার্থে বেতনভুক্ত কর্মচারী নিয়োগ, সাময়িক কর্মচ্যুতি, বরখাস্ত ইত্যাদি সামগ্রিক প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা। নীতিমালা প্রণয়ন করা, বাজেট প্রস্তাব প্রস্তুতের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রয়োজন অনুসারে) প্রতিনিধি (প্রয়োজন অনুসারে) নিয়োগ করা যারা ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে গন্য হবেন।

৪। সকল কার্য্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা এবং কার্য্যক্রম পরিচালনা, অগ্রগতির প্রতিবেদন, বাজেট ইত্যাদি পর্য্যালোচনা ও সংরক্ষন করা।

৫। সংস্থার সকল হিসাবপত্র ও সম্পদ রক্ষা করা।

৬। সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থী কাজের জন্য সদস্যপদ বাতিল করা।

৭। গঠনতন্ত্র রক্ষা করা।

৮। বিভিন্ন পরিষদ (সাধারন পরিষদ, কার্য্য নির্বাহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদ) এর কাজের সমন্বয় করা।

৯। উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহ্বান করা।

১০। সাধারন পরিষদের সভা আহ্বান করা।

১১। সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগীয় দায়িত্ব বন্টন করা।

১২। কার্য্যনির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্যএর পদত্যাগ গ্রহন ও চাকুরী চ্যূতির

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

(গ) উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

১। সংস্থার সদস্যগনের মধ্যে কোন কলহ, মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব দেখা দিলে উপদেষ্টা পরিষদ মীমাংসা করবেন।

২। ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা, বাজেট, কার্য্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান।

৩। নির্বাচন কমিশন হিসাবে কার্য্য নির্বাহী কমিটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

৪। সাধারন পরিষদের বা কার্য্য নির্বাহী কমিটির যে কোন প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক সর্বাত্মক সহ যোগিতা প্রদান।

ধারা -১২ কার্য্য নির্বাহী কমিটির সদস্যগনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

প্রধান নির্বাহী

১। তিনি সংস্থার নিয়মতান্ত্রিক প্রধান ও নির্বাহী। তিনি সকল সভায় (সাধারন পরিষদ, কার্য্য নির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ) সভাপতিত্ব করবেন। যে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তিনি সমাধানের চেষ্টা করবেন।

গঠনতন্ত্রের কোন ধারার ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে তিনি ব্যাখ্যা করবেন।

তিনি সকল সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবেন।

প্রয়োজন বোধে অন্যান্য বিভাগীয় সচিবদের সাথে আলোচনা করে তিনি আলোচ্য সূচী নিরূপন ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন।

তিনি সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং সংস্থার পক্ষে যে কোন চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারবেন।

তিনি সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন, কার্য্যক্রম প্রতিবেদন, বার্ষিক পরিকল্পনা, বাজেট প্রনয়ন এবং কার্য্য নির্বাহী কমিটি ও সাধারন পরিষদ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

তিনি প্রয়োজনবোধে সকল প্রোগ্রাম প্রধানদের কাজ পরিদর্শন ও তদারক করবেন।

তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, দাতা সংস্থা, সহযোগী সংস্থাকে কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

তিনি সংস্থার যাবতীয় রেকর্ড পত্র সংরক্ষন ও দপ্তর ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকবেন।

সকল সভার কার্য্য বিবরনী লিপিবদ্ধ করবেন এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে অনুলিপি প্রেরন বা সারাংশ প্রেরন করবেন।

তিনি জরুরী কাজের জন্য কার্য্য নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে ৫০০/= (পাঁচ শত টাকা) মাত্রএর বেশী একসংগে হাতে রাখতে পারবেন না।

প্রধান নির্বাহী তাঁর অনুপস্থিতিতে লিখিতভাবে যে কোন সদস্যকে সাময়িক দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পারবেন।

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

সেক্রেটারী

সেক্রেটারী বা সচিব প্রধান নির্বাহীকে সকল কাজে সহায়তা প্রদান করবেন। তিনি প্রধান

নির্বাহী প্রধান কর্তৃক অতিরিক্ত দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।

অর্থ সচিব

তিনি সংস্থার সকল প্রকার আয়, ব্যয় এর হিসাব রাখবেন এবং প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে কার্য্য নির্বাহী কমিটি ও সাধারন পরিষদের সভায় পেশ করবেন। তিনি যাবতীয় সাহায্য, চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি আদায় ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করবেন এবং খরচের ভাউচার ইত্যাদি সংরক্ষন করবেন। নিরীক্ষাকালে তিনি জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। সংস্থার সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

সদস্যগন

কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্যান্য সকল বিভাগীয় সচিবগনকে সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। কার্য্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন। সভায় নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।

ধারা-১৩ নির্বাচন
=====

কার্য্য নির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ১ (এক) মাস পূর্বে সাধারন পরিষদের সভা আহ্বান করে উপদেষ্টা পরিষদের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। উক্ত কমিশনে ১ (এক) জন নির্বাচন কমিশনার ও ২(দুই) জন সদস্য থাকবেন। নির্বাচনের ১ (এক) মাস পূর্বে নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচনের তপশীল নোটিশ বোর্ডে সকল সদস্যএর অবগতির জন্য প্রচার করবেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ১ (এক) মাস পূর্বে ভোটার তালিকা প্রনয়ন, এবং উহা নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নোটিশ বোর্ডে প্রচার করা হবে।

নির্বাচন ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন যাবতীয় আইন ও বিধি প্রনয়ন করবেন। নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি, গ্রুপ বা দল সমর্থন করতে পারবেন না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী থেকে কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনের মাস পর্য্যন্ত যাদের মাসিক চাঁদা বা অন্যান্য চাঁদা পরিশোধ থাকবে তারাই নির্বাচনে অংশ গ্রহন এবং ভোটদানে সক্ষম হবেন। সদস্যপদ গ্রহনের ৩ (তিন) মাস পূর্তি না হলে কেহ ভোটে বা নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারবেন না।

সংস্থার প্রথম সভায় গঠিত কার্য্য নির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল গঠনের তারিখ হতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে কার্য্যকর থাকবে।

২৪/৫/৯৬
মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

(ক) সাধারন পরিষদ সভা

বৎসরে কমপক্ষে ৩ - ৬ টি সাধারন সভা আহ্বান করতে হবে। প্রধান নির্বাহী ১৫ (পনের) দিনের নোটীশে এই সভা আহ্বান করবেন।

(খ) কার্য্য নির্বাহী কমিটি সভা

প্রতি মাসে অন্ততঃপক্ষে ১(এক)টি সভা নির্বাহী প্রধান আহ্বান করবেন। এই সভা ৭ (সাত) দিনের বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান করা যাবে।

(গ) উপদেষ্টা পরিষদ সভা

বৎসরে কমপক্ষে ২ (দুই)টি সভা সংস্থার নির্বাহী প্রধান ১০ (দশ) দিনের নোটীশে আহ্বান করবেন।

(ঘ) সাধারন সভা সমূহ আহ্বানের সময়সূচী

প্রধান নির্বাহী সাধারন পরিষদের সভা ১৫ (পনের) দিনের, কার্য্য নির্বাহী কমিটির সভা ৭ (সাত) দিনের এবং উপদেষ্টা পরিষদের সভা ১০ (দশ) দিনের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আহ্বান করবেন।

28/5/11
মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

(ঙ) জরুরী সভা

জরুরী ব্যবস্থা গ্রহনের তাগিদে প্রধান নির্বাহী সাধারন পরিষদের সভা ৩ (তিন) দিনের, কার্য্য নির্বাহী কমিটির সভা ১ (এক) দিনের এবং উপদেষ্টা পরিষদের সভা ২ (দুই) দিনের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আহ্বান করতে পারবেন।

(চ) বিশেষ সভা

বিশেষ কোন সুনির্দৃষ্ট ইসুতে প্রধান নির্বাহী ৭ (সাত) থেকে ১০ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে সভা আহ্বান করতে পারবেন। তবে এই সভায় ইহার আলোচ্যসূচী ছাড়া অন্য কোন বিষয় আলোচিত হবে না।

(ছ) মুলতবী সভা

কোরামের অভাবে কোন সভা অনুষ্ঠিত না হলে সে সভা মুলতবী সভা হিসাবে কার্য্য বিবরনীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
পরবর্তী সাধারন সভায় নিয়মানুসারে সভা আহ্বান করলে এই সভায় কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

(জ) তলবী সভা

(জ) প্রাপ্তির ২৫ (পঁচিশ) দিনের মধ্যে সভা আহ্বানে ব্যর্থ হলে আবেদনকারীগন অনুরূপ দাবী পুনরায় চূড়ান্ত আকারে প্রধান নির্বাহীর নিকট পেশ করবেন। প্রধান নির্বাহী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দাবী পূরনে ব্যর্থ হলে আবেদনকারীগন তলবী সভা আহ্বান করতে পারবেন। ২/৩ অংশের উপস্থিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা - ১৫

নিয়োগ বিধি ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

(ক) কার্য্য নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা

১। কার্য্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রয়োজন বোধে প্রতিনিধি নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

২। পরিচালক ও প্রতিনিধি সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে।

৩। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কার্য্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে নূতন সংশোধিত নিয়োগ বিধি, প্রকল্প প্রস্তাব, বাজেট, সংস্থা ও প্রকল্পের বিভিন্ন নীতিমালা প্রস্তুত করবেন।

৪। কার্য্য নির্বাহী কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন।

৫। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগবিধি অনুসারে সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ, কর্মচ্যুতি, সাময়িক বরখাস্ত, স্থায়ী পদচ্যুতি, বদলী বা স্থানান্তর, পদোন্নতি, পদাবনতি করতে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী থাকবেন।

৬। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় নিয়োগবিধি জারী করতে পারবেন।

৭। প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল সংরক্ষনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও হিসাব সংরক্ষন করবেন। তা ছাড়া ব্যবস্থাপনা পরিচালক কার্য্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে পৃথক ব্যাংক হিসাব খুলে টাকা জমা ও খরচ করতে পারবেন।

৮। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের সকল কাজের জন্য কার্য্য নির্বাহী কমিটির নিকট দায়ী থাকবেন।

৯। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কাজের সুবিধা ও দায়িত্বের বিভক্তির জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করতে পারবেন এবং কার্য্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন।

১০। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা, কর্মচারী পদের পদসৃষ্টি ও কার্য্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে নিয়োগ দিতে পারবেন।

১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রতিনিধি একই পদ মর্য্যাদার অধিকারী হবেন। তবে সকল নির্বাহী ক্ষমতা ও কর্মকান্ড প্রধান নির্বাহীর নামে গৃহীত ও নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত হবে।

২৪/৫/২১
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

ধারা - ১৫

(ক) ১২। ও অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুরূপ কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হবেন।

১৩। প্রকল্পের সকল কাজকর্মের সমন্বয় সাধন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন জরুরী সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৪। কাজের প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে ছোট ছোট প্রকল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রকল্পের সমন্বয়কারী নিয়োগ করা যাবে। তবে এই সব পরিকল্পনা ও নিয়োগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। ক্ষেত্র বিশেষে কার্য্য নির্বাহী কমিটির নির্বাহী প্রধান সরাসরি নিয়োগ দিতে পারবেন।

(খ) ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সুযোগ সুবিধা ও চাকুরীচ্যুতি

১। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা, ভ্রমন ও অন্যান্য সুবিধাদি কার্য্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নির্দ্ধারিত হবে।

২। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সকল পদে অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রতিনিধি ও অন্যান্য প্রস্তাবিত পদের অনুমোদিত ছুটি, কাজের ব্যর্থতা, নৈতিক স্খলনএর কারনে কার্য্য নির্বাহী কমিটি চাকুরীচ্যুৎ করতে পারবেন অথবা পদত্যাগ পত্র গ্রহন করতে পারবেন।

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

ধারা - ১৬ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কার্য্যক্রম ও প্রকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ বিধি

(ক) সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কার্য্যক্রম

১। ইহা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, এন, জি, ও বিষয়ক ব্যুরো বিশেষ কোন পরিচালিত নিয়মনীতি অনুসারে পরিচালিত হবে।

২। গঠন তন্ত্রের ধারা ৪ এর (ক হইতে ঞ) পর্য্যন্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নীতিমালা অনুস্মরন করা হবে।

৩। কার্য্য নির্বাহী কমিটির প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কার্য্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নূতন পরিকল্পনা ও কার্য্যক্রম চালু করতে পারবে।

(খ) সাধারন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধি

১। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও এন জি ও বিষয়ক ব্যুরোর

নিয়োগ করা হবে।

৩। প্রকল্প কর্মকর্তা ও বিভাগীয় অধঃস্তন কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রধানদের মতামত প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারবেন।

৪। সকল নিয়োগ ব্যাপারে কার্য্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত নির্বাচনী বোর্ড পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার গ্রহন করে উপযুক্ত প্রার্থীর সুপারিশ জানাবেন কিন্তু নিয়োগ ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৫। অন্য কোন সংস্থায় চাকুরীরত প্রার্থী কর্মকর্তা / কর্মচারী পদে আবেদন জানালে তাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে ছাড়পত্র গ্রহন করে প্রদান করতে হবে অন্যথায় তাকে নিয়োগ প্রদান করা যাবে না।

৬। সংস্থার কর্মকর্তা / কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান করা হবে।

৭। বহিরাগত কোন সুপারিশ নিয়োগের ক্ষেত্রে অযোগ্যতা বিবেচিত হবে।

৮। মহিলা আবেদনকারীকে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাভিত্তিক অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৯। দক্ষতা ও অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১০। প্রয়োজনে নিয়োগের পূর্বে ও পরে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হবে।

১১। চাকুরী চ্যুতি ও চাকুরী ত্যাগের ক্ষেত্রে সিনিয়ার কর্মীদের জন্য ৩(তিন) মাস ও জুনিয়ার কর্মীদের ক্ষেত্রে ১ (এক) মাসের নোটিশের বিধান কার্য্যকর হবে। তবে নোটিশ বা বিকল্প বেতন প্রদান গ্রাহ্য হবে।

১২। নিয়োগের ক্ষেত্রে সিনিয়ার পদে (তিন) মাস ও জুনিয়ার পদে (এক) মাস শিক্ষানবীশ কাল ধরা হবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইহা বর্দ্ধন যোগ্য।

১৩। চাকুরীচ্যুতি ও চাকুরী ত্যাগের সময় প্রথম বৎসর ব্যতীত প্রত্যেক বৎসরের জন্য ১ (এক) মাসের সমপরিমান মূল বেতন গ্র্যাচুইটি, বাৎসরিক ছুটির বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্য প্রদান করা যাবে।

১৪। বেতন স্ল্যাব (স্তর), গ্রেডেশন ও টাইম স্কেল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কাজের মান অনুসারে ধার্য্য হবে। বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি, বাড়ী ভাড়া ও চিকিৎসাভাতা ইত্যাদি প্রদান করা হবে।

১৫। চাকুরীর বদলী, স্থানান্তর ও পদাবনতি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবে।

১৬। কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে গ্রেডেশন প্রথা চালু করবে।

১৭। প্রজেক্ট বন্ধ হলে, আর্থিক সংকট দেখা দিলে অতিরিক্ত ১ (এক) মাসের বেতন প্রদান করা হবে।

১৮। প্রত্যেক কর্মকর্তা, কর্মচারী সংস্থা কর্তৃক প্রনীত সার্ভিস রুল অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে।

১৯। সংস্থা প্রয়োজন বোধে পদ সৃষ্টি, বাতিল বা প্রত্যাহার করতে পারবে।

২৪/৫/২২
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

ধারা -১৬ (খ)

২০। ১০ (দশ) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি, ৩০ (ত্রিশ) দিনের বার্ষিক বা অর্জিত ছুটি এবং মহিলা কর্মীদের জন্য ৫৬ (ছাপান্ন) দিনের প্রসবকালীন ছুটির বিধান রাখা হলো।

২১। তহবিল সংকুলান সাপেক্ষে উৎসব ভাতা, চিত্ত বিনোদন ভাতা ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ বিধান প্রনয়ন করবে।

২২। প্রত্যেক কর্মকর্তা / কর্মচারীর জন্য ভবিষ্যত তহবিল, গ্রুপ বীমা ইত্যাদি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিধান প্রনয়ন করবে।

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

ধারা -১৭ কোরাম

সাধারন সভা ও কার্য্য নির্বাহী কমিটির সভার মোট ১/৩ অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

বাজেট অধিবেসন, গঠনতন্ত্র সংশোধন, সংস্থার বিলুপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ২/৩ অংশ সদস্যএর উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

ধারা -১৮ অনাস্থা প্রস্তাব

কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে ২/৩ অংশ সদস্যের লিখিত আবেদন প্রধান নির্বাহীর বরাবর দাখিল করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট পরিষদ/ কমিটির ৩/৪ অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হবে। তবে প্রধান নির্বাহীর বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব সাধারন পরিষদে গৃহীত হবে।

ধারা - ১৯ শূন্যতা পূরন

অনাস্থা, পদত্যাগ, বাতিল বা অন্যান্য কারনে কোন পরিষদ বা কমিটিতে কর্মকর্তা বা সদস্যপদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট পরিষদের সভায় সাধারন সংখ্যা গরিষ্ঠের সিদ্ধান্তে ভিত্তিতে ঐ পদ অন্য কোন সদস্য দ্বারা শূন্যতা পূরন করা যাবে। তবে প্রধান নির্বাহীর ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাসের বেশী দায়িত্বপ্রাপ্ত / ভারপ্রাপ্ত রাখা যাবে না। সাধারনত: এই সব শূন্যতা ১ (এক) মাসের মধ্যে পূরন করতে হবে।

ধারা - ২০ অর্থনৈতিক কাঠামো বা ব্যবস্থাপনা

১। সদস্য চাঁদা, সাহায্য, অনুদান, সরকারী বেসরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত,

ধারা - ২০

২। কার্য্যক্রম এলাকায় ও জনগনের উন্নয়নের জন্য গৃহীত কার্য্যক্রম বাস্তবায়নে তহবিল ব্যয় হবে।

৩। সংস্থার অর্থ বাংলাদেশের যে কোন তপশীলি ব্যাংকে রাখা যাবে। বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক ব্যাংকের কোন শাখায় সংস্থার নামে হিসাব খুলে টাকা জমা রাখা যাবে এবং উক্ত অর্থ নির্বাহী প্রধান (আবশ্যিক) এবং অর্থ সচিব বা সেক্রেটারী বা প্রধান নির্বাহী কর্তৃক নিয়োজিত যে কোন সদস্যের যৌগ স্বাক্ষরে লেন দেন হবে। তবে কার্য্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দ্বারাও হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা যাবে।

৪। প্রতি বৎসর ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী বৎসরের ৩০ শে জুন পর্য্যন্ত আর্থিক বৎসর ধরা হবে।

৫। সংস্থার প্রতি বৎসরের আয়/ব্যয়ের হিসাব মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর বা এন জি ও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিদ্ধারিত সি - এ ফার্ম বা অডিটর দ্বারা নিরীক্ষা করাতে হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন কার্য্য নির্বাহী কমিটি ও সাধারন পরিষদ সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করতে হবে।

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কুড়িগ্রাম।

৬। সংস্থা তহবিল সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সূত্রের সাহায্য, অনুদান গ্রহন করতে পারবে এবং সমাজ সেবা মূলক আয় মুখী প্রকল্প গ্রহন করতে পারবে।

৭। বিশেষ সঞ্চয় দ্বারা ও অন্যান্য ঋন সহায়তায় বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনমুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করা যাবে।

ধারা - ২১ গঠন তন্ত্রের সংশোধন

সংস্থার গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, উপধারা কিংবা উহার অংশ বিশেষ সংস্থার স্বার্থে সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিলে ১৫ (পনের) দিনের বিজ্ঞপ্তিতে একটি বিশেষ সাধারন সভা আহ্বান করে ২/৩ অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে গ্রহন করা যাবে। তবে অবশ্যই ইহাতে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাগবে।

ধারা - ২২ সংস্থার বিলুপ্তি

যদি কোন সময় কোন কারনে সংস্থার বিরোধ দেখা দেয় এবং সংস্থা বিলোপের প্রয়োজন হয় তাহলে ১৫ (পনের) দিনের বিজ্ঞপ্তিতে সাধারন পরিষদের বিশেষ সভায় ৪/৫ অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে মোট ৩/৪ অংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে সংস্থা বিলুপ্ত করা যাবে এবং নিবনধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংস্থার সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি (দায়, দেনা মেটানোর পর) যে কোন সমাজ কল্যান প্রতিষ্ঠানে দান করে সংস্থা বিলুপ্ত করা যাবে।

এই গঠনতন্ত্র ১৬-১০-১৯৯৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারন পরিষদের সভায় খসড়া

এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট (AFAD) গঠনতন্ত্র সংশোধন

২০-৫-২০০৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারন পরিষদ সভায় গঠনতন্ত্রের ২১ ধারার বিধান মতে গঠনতন্ত্র সংস্থার স্বার্থে গঠনতন্ত্রের ১০ ধারার বিধান সমুহ আংশিক পরিবর্তন করা হলো ।
গঠন তন্ত্রের ১০ ধারার বিধান অনুসারে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির মধ্যে ১ (একটি) সভাতির পদ সংস্থার স্বচ্ছতা, গনতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো ।
অত:পর সংস্থার গঠন তন্ত্রের ১০ ধারায় নিম্নরুপে কার্য নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা গণ নির্বাচনের মাধ্যমে বা আপোষ রফার মাধ্যমে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে গঠিত হবে ।

- সভাপতি- ১
- নির্বাহী প্রধান- ১
- অর্থ সচিব- ১
- সদস্য সচিব / সম্পাদক- ১
- সদস্য - ৩

মোট = ৭(সাত) জন

এতদসংশ্লিষ্ট ধারা ১১ বিভিন্ন পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিরুপন কালে সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিরুপন করা হলো ।
সভাপতি :

- পদটি নির্বাচন অথবা আলোচনার মাধ্যমে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে পুরন করা হবে ।
- নির্বাহী প্রধান ও কার্য নির্বাহী কমিটির সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে সভাপতি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন ।
- সকল সাধারন পরিষদ ও কার্য নির্বাহী কমিটি সভা সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে ।
- কোন কারনে সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে তার পক্ষে নির্বাহী প্রদান দায়িত্ব পালন করবেন ।
- সভাপতি যে কোন বিষয়ে ও সময়ে তলবী সভা আহবান করতে পারবেন ।
- সংস্থার স্বার্থ পরিপন্থী কোন কাজে সভাপতি জড়িত থাকবেন না ।
- সংস্থার অভ্যন্তরীন সকল বিবাদ তিনি নিজ দায়িত্বে মীমাংশা করবেন ।

এক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের ১২ ধারায় (১) এ বর্ণিত নির্বাহী প্রধানের ক্ষমতার আংশিক পরিবর্তন করে সভাপতি নির্বাহী প্রধানের পরিবর্তে সংস্থার নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং তিনি সাধারন পরিষদ এবং কার্য নির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতি হিসাবে দাযিত্ব পালন করবেন ।
অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা যথারীতি নির্বাহী প্রধান পালন করবেন ।

কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল :

অত্র সংস্থার স্বার্থ ও কল্যানে অত:পর কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল কমিটি গঠনের তারিখ থেকে ২ (দুই) বৎসরের পরিবর্তে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো ।
উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাব নিবন্ধনকারী কর্তপক্ষ (জেলা মহিলা বিষযক কর্মকর্তা , কুড়িগ্রাম) এর অনুমোদনের পর কার্যকর হবে ।
উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাব সাধারন পরিষদে ......২০......ভোটে গৃহীত হলো এবং ইহার বিষয়ে কোন ভোট পড়ে নাই ।

তারিখ : ২০-৫-২০০৫ ইং

সভাপতি
ও
নির্বাহী প্রধান
২০/৫/০৫
এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট, খলিলগঞ্জ
কুড়িগ্রাম ।

অনুমোদিত
১/৬/০৫
রাবেয়া খাতুন
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
কুড়িগ্রাম ।